আর নয় 'অঙ্গার'

আদানির কয়লা সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে একটি বিকেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক প্রস্তাবনা

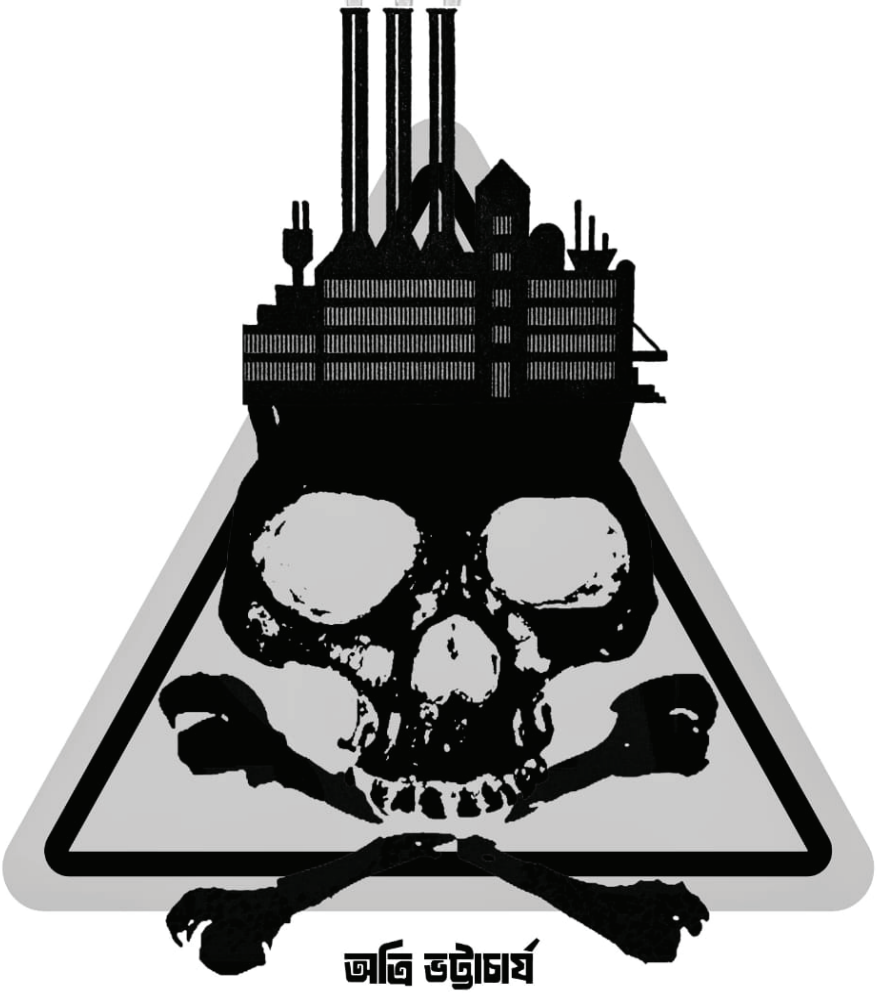

অত্রি ভট্টাচার্য

জ্ঞানগঞ্জ, উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা

National Hawker Federation

আর নয় অঙ্গার - আদানির কয়লা সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে একটি বিকেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক প্রস্তাবনা
Ar Noy Ongar - Adanir Koyla Samrajyer Biruddhe Ekti Bikendrivuto RajnoItik Prostabona

১৭৭০/১১৭৬ গণহত্যা গবেষণা আন্দোলন ।। জনভাণ্ডার ।। অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম।। বই প্রকাশ পরিকল্পনা।। গ্রন্থাগার প্রকল্পের অধীনে জ্ঞানগঞ্জ ।। উপনিবেশ-বিরোধী, কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা, ২৪/১৮, নাবালিয়া পাড়া রোড, কলকাতা ৭০০০০৮-এর পক্ষে আর নয় অঙ্গার - আদানির কয়লা সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে একটি বিকেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক প্রস্তাবনা প্রকাশ করলেন বিশ্বেন্দু নন্দ, অত্রি ভট্টাচার্য

জ্ঞানগঞ্জের প্রতিটি প্রকাশনা এবং তাত্ত্বিক আলোচনার জন্য https://gyangonjo.org/

মুদ্রণ জ্যোতি লেজার পয়েন্ট ৬৩/২ ডি সূর্য সেন স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৯
গ্রন্থন পাইওপিয়র ট্রেডার্স ১৬ ই পাটোয়ার বাগান লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯
সামগ্রিক তত্ত্বাবধান আনন্দগোপাল হালদার, দেবাইপুকুর রোড, হিন্দমোটর, হুগলী

দাম ৫০ টাকা

কপিরাইট-মুক্ত প্রকাশনা

বিশ্বজুড়ে বিপুল আন্দোলন সত্ত্বেও বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লা ব্যবহার বাড়ছে

২০২৩ পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে, বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোয় জ্বালানি হিসেবে কয়লার ব্যবহার রেকর্ড মাত্রা ছুঁয়েছে। এই বছর বিশ্বজুড়ে কয়লা পুড়িয়ে ২,১৩০ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরির রেকর্ড হয়েছে - আগের বছরের তুলনায় ২% বেশি। একই সময়ে, কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ হওয়ার হার ২০১১ সালের পর সর্বনিম্ন।

২০১৫-এর প্যারিস চুক্তি [জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনে (COP 21) ১৯৬টি দেশ যুগান্তকারী, আইনত বাধ্যতামূলক আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষর করে। কেন্দ্রীয় লক্ষ্য জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় দেশগুলিকে সক্ষম করা;কম কার্বন নির্গমন, জলবায়ু-স্থিতিস্থাপক ভবিষ্যতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থ প্রবাহ তৈরি করে বিশ্বের উষ্ণতা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে এবং প্রাক-শিল্প বিপ্লবস্তর ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমাবদ্ধ রাখা] অনুসারে নতুন কয়লা পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন নির্ভর শিল্প প্রকল্পের পরিমান ৭৫% হ্রাস পেলেও, আয়রনি হল, মূলত এশিয়াজুড়ে কয়লা পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রকল্পগুলো এখনও চালু। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চীন, ভারত ২০২৬-এ বিশ্বের মোট কয়লা সম্পদের ৭০% ব্যবহার করবে। বিশ্বজুড়ে ঘোষিত, অনুমতি পাওয়া, তৈরি হওয়া কয়লা পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার ৮২%ই চিন, ভারতে কেন্দ্রীভূত।

কয়লায় অর্থ বিনিয়োগ এবং ভুল সমাধান

আন্তর্জাতিক ব্যাংক, অর্থবিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান - এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি), জাপান, সিঙ্গাপুরের বাণিজ্যিক ব্যাংক, চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর কনসর্টিয়াম এশিয়ায় কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পগুলোয় আজও অর্থ বিনিয়োগ করেচলেছে। একইভাবে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশি ব্যাংকও কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে দেদার হাতে ঋণ দিচ্ছে। এছাড়াও, কার্বন ক্যাপচার ইউটিলাইজেশন অ্যান্ড স্টোরেজ (সিসিইউএস) এবং অ্যামোনিয়া/হাইড্রোজেন কো-ফায়ারিং-এর মতো অকার্যকর ও অপ্রমাণিত প্রযুক্তিগুলোকে G7, G20, সরকারি বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানগুলো 'কয়লা নিরপেক্ষ বিনিয়োগ নীতি' দেখাচ্ছে, যা বাস্তবসম্মত জলবায়ু-নির্ভর সমাধান নয়।

বিশ্বে কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা কমলেও, কয়লা পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলোর মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা অনেকটাই বেড়েছে। কয়লা পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের নতুন প্রকল্পের ওপর নির্ভর হয়ে পড়েছে হাতে গোণা কয়েকটা দেশ। বাড়তে থাকা কয়লার ব্যবহার এবং জলবায়ু সংকট মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপের মধ্যে বৈপরীত্য স্পষ্ট। কার্যকর জলবায়ু কর্মপরিকল্পনার জন্য কয়লা নির্ভর প্রকল্পে সব ধরণের সরকারি-বেসরকারি অর্থ বিনিয়োগ বন্ধ করা এবং জরুরি ভিত্তিতে পরিবেশ-বান্ধব বিদ্যুৎ কাঠামোয় রূপান্তর ত্বরান্বিত করা অপরিহার্য। অথচ নতুন গবেষণা থেকে পরিষ্কার কর্পোরেট বিনিয়োগে 'ক্যাপটিভ কোল' এবং আঞ্চলিক বিনিয়োগে কয়লা শিল্প টিকে আছে এবং নিত্যদিন তার প্রভাব বাড়ছে।

১. ক্যাপটিভ কোল প্রকল্প বৃদ্ধি

ক্যাপটিভ কোল প্রজেক্ট হল খোলা বাজারে বিদ্যুৎ বিক্রি না করে নিজস্ব ব্যবহারের জন্য কয়লা ব্যবহারের জন্য খনির মালিকানা। ইন্দোনেশিয়াসহ বহু দেশে শিল্প-কারখানার নিজস্ব ব্যবহারের জন্য ক্যাপটিভ কোল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভূমিকা দ্রুত বাড়ছে। এই প্রকল্পগুলো আদতে কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন পর্যায়ক্রমে বন্ধ করার নীতির বরোধী।

২. অর্থ বিনিয়োগ ধরনে পরিবর্তন

ক। ব্যাংক আর আর্থিক প্রতিষ্ঠান এখন আর আলাদা আলাদা কয়লা প্রকল্পে সরাসরি ঋণ না দিয়ে, কয়লা নির্ভর কোম্পানিগুলোয় কর্পোরেট বিনিয়োগ, বন্ড ইস্যু এবং অন্য আর্থিক সেবা দিচ্ছে।

খ। আন্তর্জাতিক ব্যাংকের জায়গায় আঞ্চলিক বিনিয়োগকারীর উত্থান: কয়লা সম্পদ লেনদেনে আন্তর্জাতিক ব্যাংকের ভূমিকা কমছে। তাদের জায়গা নিচ্ছে দেশীয় ও

আঞ্চলিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রাইভেট ইক্যুইটি ফান্ড।

৩. নীতিগত অঙ্গীকারের ফাঁকি

ক। ইন্দোনেশিয়ার জয়েন্ট এনার্জি ট্রানজিশন পার্টনারশিপ (জেটিপি)র মতো গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগেও ক্যাপটিভ কোল প্রকল্প বাদ দেওয়ার ফলে দূষণ কমিয়ে দেখাচ্ছে।
খ। বিশ্ব ব্যাংকের ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের (আইএফসি) 'গ্রিন ইক্যুইটি অ্যাপ্রোচ'-এও ক্যাপটিভ কোল বিদ্যুৎকেন্দ্র বাদ গেছে।

এশিয়ায় কয়লা বিনিয়োগের সর্বোচ্চ ক্ষেত্র

ক। ক্যাপটিভ কোল: শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ব্যবহারের জন্য কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎকেন্দ্র। এগুলো কয়লা নিরপেক্ষ বিদ্যুৎ উৎপাদন নীতিতে থাকে না।
খ। কর্পোরেট বিনিয়োগ: কয়লা নির্ভর প্রকল্পের কোম্পানিকে সরাসরি ঋণ বা পুঁজি বা বাজার থেকে পুঁজি তোলায় সাহায্য করা হচ্ছে। প্রকল্প-ভিত্তিক ঋণের চেয়ে এই ধরণের বিনিয়োগ কম স্বচ্ছ এবং নজরদারি করা করা কঠিন।
গ। আঞ্চলিক অর্থবিনিয়োগকারী: বিনিয়োগে আন্তর্জাতিক ব্যাংকগুলো পিছিয়ে পড়ার পর, স্থানীয় ও আঞ্চলিক ব্যাংক (স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, ইন্দোনেশিয়ার ব্যাংক ম্যান্ডিরি) কয়লা খাতে অর্থ বিনিয়োগের প্রধান ক্রীড়ানক।

বন্ড বিনিয়োগ - উদ্বেগ

কয়লা নির্ভর কোম্পানিতে বন্ড ইস্যু করে বিনিয়োগ করা হয়। সঙ্গের তালিকায় থাকা কোম্পানিগুলোর বন্ডের মেয়াদ ২০২৪-২০২৫-এ শেষ হবে; আশাকরা যায় ব্যাংকগুলো এই সুযোগে কয়লা নির্ভর শিল্প বিনিয়োগ থেকে বেরিয়ে যাবে।

বন্ড ইস্যুকারী	দেশ	ব্যাংক/আন্ডাররাইটার্স
কেপিসিও	দক্ষিণ কোরিয়া	ব্যাংক অফ আমেরিকা, সিটিগ্রুপ, HSBC, মিজুহো, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড
পিএলএন	ইন্দোনেশিয়া	ব্যাংক ম্যান্ডিরি, ব্যাংক অফ আমেরিকা, সিটিগ্রুপ, HSBC, MUFG, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড
আদারো	ইন্দোনেশিয়া	সিটিগ্রুপ, DBS, MUFG, OCBC
আদানি গ্রুপ	ভারত	ব্যাংক অফ আমেরিকা, বার্কলেজ, সিটিগ্রুপ, DBS, ডয়চে ব্যাংক, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া
পাওয়ার ফাইন্যান্স কর্পোরেশন	ভারত	বার্কলেজ, MUFG, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড

দাবি

এই আত্মঘাতী প্রবণতা মোকাবেলায় দাবি

১. কয়লা নির্ভর শিল্পে বিনিয়োগ না করা নীতি বিরুদ্ধ পদক্ষেপ বন্ধ করতে হবে: সব ব্যাংক, আর্থ-প্রতিষ্ঠান সব ধরণের কয়লা খনি, কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎকেন্দ্রে অর্থ বিনিয়োগ নিষিদ্ধ করবে, এই নীতিতে ক্যাপটিভ কোল প্রকল্প জুড়তে হবে।

২. কর্পোরেট অর্থ বিনিয়োগ, বন্ড ইস্যু বন্ধ করতে হবে: ব্যাংকগুলোকে অবশ্যই Urgewald-এর গ্লোবাল কোল এক্সিট লিস্ট (GCEL) -এ তালিকাভুক্ত কয়লা নির্ভর সব কোম্পানিতে কর্পোরেট বিনিয়োগ, বন্ড আন্ডাররাইটিং (এমন এক আর্থিক প্রক্রিয়া, যেখানে আন্ডাররাইটা,র সাধারণত ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বন্ড ইস্যুকরা প্রতিষ্ঠানের থেকে বন্ড কিনে বিনিয়োগকারীদের বিক্রি করে। এইভাবে মাধ্যমে বন্ড ইস্যুকরা প্রতিষ্ঠান অর্থ সংগ্রহ করে; আন্ডাররাইটার ঝুঁকি নিয়ে ফি বা মুনাফা অর্জন করে। এই প্রক্রিয়ায় আন্ডাররাইটার বন্ডের মূল্য নির্ধারণ, বিপণন, বিতরণ করে) এবং অন্য আর্থিক সেবা বন্ধের নীতি নিতে হবে। স্বীকার করতে হবে যে কোনও ধরণের কয়লা শিল্পে বিনিয়োগ ১.৫°C লক্ষ্যের সাথে বেমানান।

৩. আঞ্চলিক ও দেশীয় ব্যাংকে এই নীতি রূপায়ন করতে হবে: আঞ্চলিক, দেশীয় ব্যাংক অবশ্যই ওপরের দুটো নীতি অনুসরণের পাশাপাশি Reclaim Finance-এর নিদান অনুযায়ী ২০৪০-এর মধ্যে পূর্ণ, বিশ্বব্যাপী কয়লা প্রবাহ বন্ধ পরিকল্পনা নেবে।

কয়লা ব্যবহারের রেকর্ড বৃদ্ধি এবং অর্থ বিনিয়োগের নতুন পথ সৃষ্টি জলবায়ু সংকট মোকাবেলার বিপক্ষে হুমকি। আন্তর্জাতিক ব্যাংক পিছিয়ে পড়লেও, দেশীয়, আঞ্চলিক বিনিয়োগকারী, কর্পোরেট বিনিয়োগ এবং ক্যাপটিভ কোল প্রকল্পের মতো ফাঁকি কয়লা শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখছে। কার্যকর জলবায়ু কর্মপরিকল্পনার জন্য শুধু প্রকল্প নয়, কোম্পানি স্তরে সমস্ত ধরণের কয়লা বিনিয়োগ বন্ধ এবং জীবাশ্ম-মুক্ত বিদ্যুতে রূপান্তর ত্বরান্বিত করা এখন সময়ের দাবি।

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দক্ষিণ এশিয়ার নিরঙ্কুশ লুণ্ঠন শুরু হয়েছিল আঠের-উনিশ শতকে, তারই বিস্তৃত স্বদেশী সংস্করণ আজ সক্রিয় গুজরাটি একচেটিয়া পুঁজির রূপে। একে আমরা ‘পশ্চিম ভারত কোম্পানি’ বলছি। এই পর্বে দেখব কীভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সম্পদ লুঠের (Drain of Wealth) মডেল আদানি গোষ্ঠী ‘ক্রনি ক্যাপিটালিজম’-এ রূপান্তরিত হয়েছে, এবং কীভাবে ১৯৪৭-এর পরে নেহেরু-টাটাদের কয়লা

জাতীয়করণের নৃ-কেন্দ্রিক মডেলই (Anthropocentric Model) এর ভিত্তি রচনা করেছিল।

পিলার নোগুয়েস-মার্কোর গবেষণা বলছে ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৮ পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দক্ষিণ এশিয়া থেকে প্রাতিষ্ঠানিক, পদ্ধতিগতভাবে সম্পদ লুঠ করেছে। অর্থনৈতিক ইতিহাস একে আখ্যা দিচ্ছে Drain of Wealth। অর্থাৎ সরাসরি রাজস্ব আদায়, একচেটিয়া বাণিজ্যের মাধ্যমে মূলধনের প্রবাহ গিয়েছে উপনিবেশিক ভারতবর্ষ থেকে ইংল্যান্ডে। দিলীপ সাইমনের ‘Coal and Colonialism’, ইন্দ্রজিৎ রায়ের ‘Beginnings of Coal Industry in

Bengal' সূত্রে দেখি, বাংলার রাণীগঞ্জ-ঝরিয়া অঞ্চলে কয়লা খনির জন্ম হয়েছিল ব্রিটিশ জাহাজ, রেল চালানোর অনন্ত চাহিদা মেটাতে। কোম্পানি শাসন, পরে রাণীর রাজত্বে কয়লা খনি হয়ে উঠল ঔপনিবেশিক অর্থনীতির মেরুদণ্ড। রণজিৎ দাসগুপ্ত 'Migrants in Coal Mines' প্রবন্ধে বলছেন বাংলার বিশিল্পায়িত, জমিহারা কৃষক-সমাজ জমি থেকে উৎখাত হয়ে খনিতে 'আধা-সরকারি প্রলেতারিয়াত'-এ পরিণত হয়। পরিষ্কার লুঠ মডেলটা হল উপনিবেশের কাঁচামাল প্রক্রিয়া না করে মেট্রোপলিটনে পাঠিয়ে লাভের শেষ বিন্দুটুকু আত্মস্যাৎ করা।

স্বাধীনতার পর জবাহরলাল নেহেরু কয়লাকে 'রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড' আখ্যা দিলেন। কিন্তু স্টেসি বলকানের 'Rogues in the Postcolony' এবং লালেহ খলিলির 'Extractive Capitalism'-এর ফ্রেমওয়ার্কে এই জাতীয়করণকে 'নৃতাত্ত্বিক মডেল' বলা চলে। এর মানে হল, নীতিগুলি প্রণয়ন হয়েছিল একটি বিশেষ গোষ্ঠী—টাটা-এর মতো বৃহৎ পুঁজির গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক এবং একটি ঊর্ধ্বতন মানবকেন্দ্রিক উন্নয়নের ধারণায় (যে প্রকল্পে প্রকৃতি আর দেশজ সমাজের অংশগ্রহণ নগণ্য)। ১৯৭০-এর দশকের কয়লা খনি জাতীয়করণ আইন প্রগতিশীল পদক্ষেপ হলেও এটা রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পরিবেশ (Public Monopoly) তৈরি করে। এই ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, অদক্ষতা এবং—বলকানের মতে—'উত্তর-উপনিবেশি দুর্বৃত্ত'দের (Rogues in the Postcolony) উর্বর ভূমি হয়ে ওঠে, যারা রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে আঁতাত করে লাভের মুখ দেখবে।

১৯৯০-এর দশকের নিওলিবারেলিজমের ধাক্কায় 'জাতীয় সম্পদ' রাষ্ট্রীয় খনির বেসরকারিকরণ 'পশ্চিম ভারত কোম্পানি'-র জন্ম দেয়। লালেহ খলিলি যাকে বলবেন 'ক্রনি ক্যাপিটালিজম'—যেখানে ব্যবসায়িক সাফল্য বাজার দক্ষতা বা উদ্ভাবনী দক্ষতার বদলে রাজনৈতিক যোগসাজশ, নীতি-নির্ধারকদের প্রাভবিত করার ওপর অনেকটাই নির্ভর করে। কয়লা খনি এবং পরিকাঠামো খাতে আদানি গোষ্ঠীর দ্রুত ও রহস্যজনক উত্থান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লুঠ-মডেলেরই সঙ্ঘী (রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ) সংস্করণ।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অনুসারী আদানি গোষ্ঠী কয়লা সরবরাহ শৃঙ্খল—খনি থেকে বন্দর, রেল থেকে বিদ্যুৎকেন্দ্র—নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে এসেছে। একে আজকের 'দস্তক' (Diwani) ব্যবস্থা বলা যায়, যার মাধ্যমে সম্পদের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই লুঠ নির্ভর ক্রোনি ব্যবস্থাকে দেওয়ানি আখ্যা দেওয়ার সমস্যা হল পলাশীপূর্ব সময়ে রাজতন্ত্রে, রাষ্ট্র ক্ষমতা নির্ভর একচেটিয়া ব্যবসার

ধারণা ছিল না। কিন্তু পলাশীর পরে গণতান্ত্রিক আবহাওয়ায় রাষ্ট্রনির্ভর কর্পোরেট একচেটিয়া কারবার চোখ সওয়া হয়েছে।

আদানি কোম্পানির লুঠ মডেলে লাভের সিংহভাগ নির্দিষ্ট গোষ্ঠী ও অফশোর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমে। এই সম্পদ/পুঁজি রাজ্য বা স্থানীয় মানুষের উন্নয়নে ব্যয় হয় না। অথচ ক্ষতি হয় বাংলা, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ডের মতো রাজ্যগুলিই বেশি। Nick Robins-এর The Corporation That Changed the World: How the East India Company Shaped the Modern Multinational বইতে বলছেন, আজকের কর্পোরেটরা মূলত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মডেলে নিজেকে গড়ে তুলেছে। কর্পোরেট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মডেলে তৈরি গৌতম আদানির কর্পোরেট এনটিটিই আদতে আভ্যন্তরীণ, গুজরাটি-কেন্দ্রিক একচেটিয়া পুঁজির গোষ্ঠী 'পশ্চিম ভারত কোম্পানি' যারা সারা দেশে উপনিবেশিক পরিবেশ তৈরি করেছে। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণে এই ধরণের কর্পোরেটিয় প্রভাব ফেডারেল ও সমতামূলক গণতন্ত্রের জন্য হুমকিস্বরূপ।

ঝরিয়া বা রানিগঞ্জের কয়লা খনিতে শুধু কার্বনই জমা হয়নি, জমা হয়েছে ঔপনিবেশিক লুণ্ঠন আর ১৯৫৭-এর পরের সময়ে বিশ্বাসঘাতকতার স্তর। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সশস্ত্র বাহিনী নির্মাণ করেছিল লুণ্ঠনের জন্য; 'পশ্চিম ভারত কোম্পানি'র হাতিয়ার কূটচাল আর রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা। নেহেরু-টাটা কেন্দ্রিক জাতীয়করণের নৃতাত্ত্বিক মডেল, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা আর পরিবেশের ধ্বংসসাধন করে শেষ পর্যন্ত ক্রনি পুঁজির আসার রাস্তা নির্মাণ করেছে। ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নেওয়ার মূল্য আবারও বাংলা আর ভারতের দরিদ্রতম মানুষই দিচ্ছেন। কয়লা নির্ভর লুঠেরা স্রোত থেকে মুক্তি পেতে সম্পূর্ণ নতুন, পরিবেশ-কেন্দ্রিক ও জন-কেন্দ্রিক হকার-কারিগর-চাষী নির্ভর বিকাশের মডেল তৈরি করতে হবে, যা অতীতের সব ধরনের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ—বিদেশী হোক বা স্বদেশী—এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে দ্বিধা করবে না।

আদানির কয়লা সাম্রাজ্য: পরিবেশ ধ্বংস ও স্থানীয় জনগণের সংঘাত

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আদানি গোষ্ঠীর কয়লা খনি ও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি পরিবেশ ধ্বংস, আদিবাসী উচ্ছেদ ও স্থানীয় প্রতিরোধের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। একের পর এক প্রকল্পে সরকারি অনুমোদন ও প্রশাসনিক সুবিধা পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে।

হাসদেও বনাঞ্চল, ছত্তিশগড়:

-পারসা ও কান্তে কয়লা খনি প্রকল্পের জন্য বিচিত্র প্রাণী ও হাতির আবাসস্থল হাসদেও বন ধ্বংস করা হচ্ছে।

- বছরের পর বছর ধরে আদিবাসী সম্প্রদায় তাদের জমি ও জীবিকার অধিকারের জন্য শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ ও ৩০০ কিমি দীর্ঘ পদযাত্রা চালাচ্ছেন।

-রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যেও এই ইস্যুতে বিভেদ দেখা দিয়েছে। স্থানীয় জনগণের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও PEKB খনির কাজ ও বন ধ্বংস অব্যাহত রয়েছে।

হাসদেও অরণ্য: আইন ও পরিবেশ রক্ষার লড়াইয়ে আদানি গোষ্ঠীর দখল

হাসদেও অরণ্য, যা একটি অত্যন্ত পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল অঞ্চল, তাতে আদানি গোষ্ঠীর কয়লা খনি প্রকল্পগুলি চালু করতে ভারতের আইন ও ন্যায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অপব্যবহার ও দুর্বল করার অভিযোগ উঠেছে।

আইন ও আদালতের খেলা

-২০১৪ সালে, জাতীয় সবুজ ট্রাইব্যুনাল (NGT) খনির কার্যক্রম স্থগিত রাখে এবং বন্যপ্রাণী সংস্থা WII-কে সমীক্ষা চালানোর নির্দেশ দেয়। কিন্তু এক মাসের মধ্যেই সুপ্রিম কোর্ট MoEFCC-এর 'আগাম আদেশ' এর অপেক্ষায় NGT-এর সেই স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে নেয়।

-সুপ্রিম কোর্ট অ-খনি কার্যক্রম বন্ধের আদেশ দিলেও, কয়লা পরিবহনের রেললাইন নির্মাণের জন্য গাছ কাটা বন্ধ করে নি।

-ফরেস্ট অ্যাডভাইজরি কমিটি (FAC) ইচ্ছাকৃতভাবে সমীক্ষাগুলোতে গড়িমসি করতে থাকে, যতক্ষণ না বন clearance একটি *ফেট এ্যাকমপ্লি* বা অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্তে পরিণত হয়।

সুপ্রিম কোর্টের রায় অমান্য

-২০১৪-র সুপ্রিম কোর্ট PEKB সহ ২০৪টি কয়লা ব্লকের বরাদ্দ বাতিল করে দেয়। আদানি মাইনিং-এর মতো প্রাইভেট অপারেটরদের রাষ্ট্রীয় সংস্থার সাথে যৌথ উদ্যোগে অসীম ক্ষমতা দেওয়াকে কোর্ট "সমস্যাজনক প্রবণতা" বলে অভিহিত করে।

-কিন্তু ২০১৫ সালে মোদী সরকার কয়লা খনি (সুরক্ষা) আইন প্রণয়ন করে, যা রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি কোম্পানির যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে কয়লা ব্লক নিলামের পথ প্রশস্ত করে। ফলে PEKB, পারসা ও কান্তে এক্সটেনশন খনিগুলো পুনরায় আদানি এন্টারপ্রাইজেস ও রাজস্থান সরকারের RRVUNL-এর যৌথ কোম্পানি PKCL-এর কাছে বরাদ্দ দেওয়া হয়।

সম্মতির অপব্যবহার

-MoEFCC স্পষ্টভাবে বলেছিল যে হাসদেও অরন্ড অঞ্চলে আর কোনও clearance দেওয়া হবে না। অথচ ২০১৯ সালে FAC পারসা কয়লা ব্লককে 'সাধারণ সম্মতি' দেয় এবং এপ্রিল ২০২২ সালে চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়।

-PEKB ও পারসা খনির বিরুদ্ধে ১৭টি আদালতের মামলা বিচারাধীন থাকা

সত্ত্বেও, ছত্তিশগড় পরিবেশ সংরক্ষণ বোর্ড ডিসেম্বর ২০২০ সালে পারসা খনি স্থাপনের আনুষ্ঠানিক সম্মতি দেয়।

রাজস্থানের প্রয়োজনের অজুহাত ও আদানির অর্থনৈতিক সুবিধা

-হাসদেও খনিগুলোর clearance এর প্রধান অজুহাত হিসেবে দেখানো হয় রাজস্থান রাজ্যের কয়লা-ভিত্তিক বিদ্যুতের চাহিদা।

-রাজস্থান RRVUNL-এর সাথে চুক্তি অনুযায়ী, ৪,০০০ GCV-এর বেশি কয়লা ধোয়ার প্রয়োজন নেই। PEKB-এর দুই-তৃতীয়াংশ কাঁচা কয়লা এই মান পূরণ করে। তবুও আদানি গ্রুপ অপ্রয়োজনীয়ভাবে কয়লা ধোয়ার নামে রাজস্থান সরকারকে বিল দিয়ে থাকে।

-রাজস্থান সরকার PKCL-এর কাছ থেকে প্রতি টন কয়লার জন্য SECL-এর তুলনায় প্রায় ২৭৪ টাকা বেশি দেয়। এই হারে, ৩০ বছরের খনি লিজে রাজস্থান সরকার PKCL-কে প্রায় ৬,০২৯ কোটি টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করবে।

হাসদেও অরণ্য রক্ষার লড়াই শুধুমাত্র পরিবেশ বা আদিবাসী অধিকারেরই লড়াই নয়, এটি একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কীভাবে কর্পোরেট শক্তি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও আইনকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে ও কৌশলে অপব্যবহার করে, তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ড

-তালাবিরা II ও III খনিতে ১,৮৯৪ পরিবার উচ্ছেদের মুখোমুখি। অনেকের স্বাক্ষর জালিয়াতির মাধ্যমে সম্মতি নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

-গন্ডুলপাড়া কয়লা খনির বিরুদ্ধে স্থানীয় গ্রামবাসী তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় বৈঠকগুলি আটকে দিয়েছেন।

মধ্যপ্রদেশ

-সুলিয়ারি ও ধিরাউলি কয়লা খনি প্রকল্পের জন্য প্রায় ২,১০০ এরও বেশি পরিবার তাদের বাড়িঘর ও কৃষিজমি হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছেন।

-সুলিয়ারি খনির সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন না করেই মোদী সরকারের পুনরাবৃত্ত হস্তক্ষেপে দ্রুত অনুমোদন দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

অন্যান্য প্রকল্প ও পরিবেশগত অভিযোগ

উদুপি, কর্ণাটক: আদানির তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দূষণের ফলে ফসলের ফলন কমেছে এবং শ্বাসকষ্টের রোগ বেড়েছে বলে স্থানীয়রা দাবি করেন। পরিবেশ আদালত আদানিকে জরিমানা করেছে।

গোড্ডা, ঝাড়খণ্ড: আদিবাসীদের কৃষিজমি দখলের জন্য জোরজবরদস্তি ও মামলা দায়েরের অভিযোগ রয়েছে। একজন সম্প্রদায় নেতাকে বিক্ষোভের সময় কারাবরণ করতে হয়েছে।

মুন্দ্রা, গুজরাট: এই বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে ভুলভাবে ফ্লাই অ্যাশ নিষ্কাশনের জন্য অভিযোগ রয়েছে, যা স্থানীয় কৃষি ও মৎস্য চাষের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে।

আদানি গোষ্ঠীর এইসব প্রকল্পে স্থানীয় জনগণের সম্মতি না নেওয়া, পরিবেশগত ক্ষতি ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার একটি নির্দিষ্ট চিত্র ফুটে ওঠে, যা ক্রনিক্যাপিটালিজম বা পুঁজিবাদের অনিয়মের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। জনগণের অধিকার ও প্রকৃতির ভারসাম্য উপেক্ষা করে শুধুমাত্র মুনাফার উদ্দেশ্যে এই সাম্রাজ্য গড়ে তোলা হচ্ছে।

জ্ঞানগঞ্জের পোস্টার

আর নয় অঙ্গার [২০২৫]

২০২৪-এর ৯ সেপ্টেম্বর এশিয়ার ৬টি দেশের ৭০-এর বেশি শহরে কয়লা বন্ধের বিষয়ে উচ্চাভিলাষী পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়ে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'কয়লার বিরুদ্ধে এশিয়া' শিরোনামের এই প্রতিবাদ দিবসের জন্য সমন্বিত এই বৈশ্বিক আন্দোলনে, বিক্ষোভকারীরা কয়লার উপর এশিয়ার অবিরাম নির্ভরতা শেষ করার এবং ন্যায্য পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত করার আহ্বানকে আরও জোরদার করেন। তারা ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, বাংলাদেশ, ভারত এবং পাকিস্তানের ৩৬টি ক্ষতিকারক কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র অবিলম্বে বন্ধ করার দাবি জানান। বাংলাদেশ, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান এবং ফিলিপিন্সের এই বিদ্যমান কয়লা কেন্দ্রগুলির সম্মিলিত ক্ষমতা ৩১৫ গিগাওয়াট। তারা এই পাঁচটি দেশের সবচেয়ে ক্ষতিকারক ৩৫টি কয়লা কেন্দ্র অবিলম্বে বন্ধ করার আহ্বান জানান, যার মোট উৎপাদন ক্ষমতা ২৪.৯ গিগাওয়াট। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির বেশিরভাগই পুরাতন, অদক্ষ এবং আর্থিকভাবে অস্থির, তবুও এগুলি এখনও চালু রয়েছে।

এশিয়ান পিপলস মুভমেন্ট অন ডেট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (APMDD) এর সমন্বয়কারী লিডি ন্যাকপিল এই প্রতিবাদী উদ্যোগটি প্রসঙ্গে বলেছেন- "এই দিনটি একটি অঞ্চল ভিত্তিক উদ্যোগ, যা কয়লার বিরুদ্ধে সংগ্রামের অগ্রভাগে সেই সম্প্রদায়গুলিকে একত্রিত করে, যা সবচেয়ে দূষণকারী শক্তির উৎস এবং বিশ্বব্যাপী জলবায়ু সংকটের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রাথমিক চালিকাশক্তি। আমরা কয়লা থেকে দ্রুত এবং ন্যায্য রূপান্তরের দাবি জানাই। এর মধ্যে রয়েছে কয়লা থেকে নবায়নযোগ্য বিদ্যুতে পৌঁছানো এবং কয়লা শিল্পের উপর নির্ভরশীল শ্রমিক এবং সম্প্রদায়ের জন্য একটি টেকসই ভবিষ্যত তৈরি করার দাবিও'।

ন্যাকপিল আরও বলেন, কয়লা থেকে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে দ্রুত এবং ন্যায়সঙ্গত রূপান্তরের অর্থ হল এশীয় সরকারগুলিকে শক্তি রূপান্তরের জন্য জলবায়ু অর্থায়নের দাবিতে দৃঢ় হতে হবে।

এশিয়া বিশ্বের সবচেয়ে বেশি কয়লাচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রের আবাসস্থল। এই অঞ্চলে ২০০০টিরও বেশি কার্যকর কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র রয়েছে, যা বিশ্বব্যাপী কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রের ৭৮ শতাংশ উৎপাদন করে। এই বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলির মধ্যে অনেকগুলি চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া এবং ভিয়েতনামে অবস্থিত। এগুলি এশিয়ায় ব্যবহৃত ৬০ শতাংশ শক্তি সরবরাহ করে এবং এগুলি গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের প্রধান কারণ।

এশিয়ার কয়লা বহর বার্ষিক প্রায় ৭.২ বিলিয়ন টন কার্বন ডাই অক্সাইড (CO2) নির্গত করে, যা বিশ্বব্যাপী বার্ষিক শক্তি-সম্পর্কিত CO2 নির্গমনের আনুমানিক ২০ শতাংশ। এগুলি বায়ু দূষণের প্রধান কারণ, যার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ শ্বাসকষ্টজনিত অসুস্থতা এবং অকাল মৃত্যুতে ভুগছে। এই কয়লা প্রকল্পগুলি পূর্বজদের জমি থেকে ভূমিজ সম্প্রদায়গুলিকে বাস্তুচ্যুত করেছে এবং বায়ু, জল, মাটি দূষিত করে স্থানীয় জীবন- জীবিকাকে ব্যাহত করছে, যার ফলে হাজার হাজার কৃষক এবং মৎস্যজীবী ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তঃসরকারি প্যানেল (IPCC) অনুসারে, জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার দ্রুত এবং উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করার জন্য জ্বালানি খাত থেকে কয়লা পর্যায়ক্রমে বন্ধ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

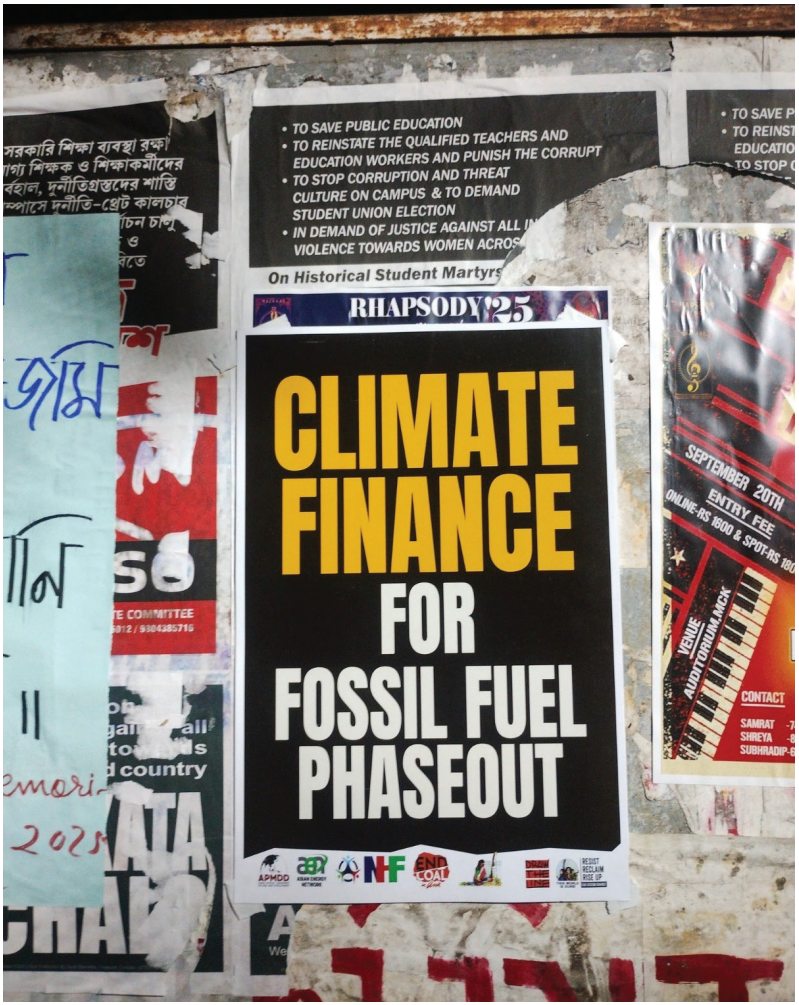

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্টারিং

রাষ্ট্রসংঘের আইপিসিসি জোর দিয়ে বলেছে যে, অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ওইসিডি) এর সদস্য দেশগুলিকে ২০৩০ সালের মধ্যে কয়লা ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিতে হবে এবং বাকি বিশ্বের উচিত ২০৪০ সালের মধ্যে সমস্ত কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়া।

প্যারিস চুক্তি এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG) র সাথে সামঞ্জস্য রেখে, কয়লা থেকে পুনর্নবীকরণযোগ্য-ভিত্তিক শক্তি ব্যবস্থায় কীভাবে এশিয়া রূপান্তরিত হতে পারে তার বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ইতিমধ্যেই পাঁচ বছর আগে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল এবং এই সময়ে দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে; কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন অর্ধেকেরও বেশি কমিয়ে ১১ বছর পর পর্যায়ক্রমে বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

এশিয়ার কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলিকে সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধকারী সম্প্রদায়গুলি ২০৩৫ সালের মধ্যে এইসব অঞ্চলে দ্রুত কয়লা ব্যবহার বন্ধের আহ্বান জানাচ্ছে, নির্দিষ্ট বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি অবিলম্বে বন্ধ করে দেওয়া এবং বিশ্বব্যাপী জলবায়ু লক্ষ্যগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে অবসর গ্রহণের তারিখ বা বন্ধের প্রতিশ্রুতি দ্রুত সম্পন্ন করার আহ্বান জানাচ্ছে। এশিয়ায় কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করে নবায়নযোগ্য শক্তি দিয়ে বিদ্যুৎ প্রতিস্থাপন শুরু করা জরুরি, তবে কেবল সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, শক্তিশালী নীতি এবং আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে। সম্ভাব্যভাবে লক্ষ লক্ষ জীবন বাঁচানো, অসুস্থতা হ্রাস করা এবং বাস্তুতন্ত্রের উন্নতির কথা ভেবে নীতিগুলি তৈরি করতে হবে।

হুকার সংগঠনের প্রতিবাদ কর্মসূচী

অর্থনৈতিকভাবে, এই সব অঞ্চলের পুরাতন কয়লা অবকাঠামোর উপর দীর্ঘস্থায়ী অতিরিক্ত নির্ভরতা উল্লেখযোগ্য আর্থিক বোঝা চাপিয়ে দেয় এবং স্থিতিস্থাপকতাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে। কয়লার বৈশ্বিক বাজার অত্যন্ত অস্থির, যা বৈশ্বিক চাহিদা, সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যাঘাত এবং ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা দ্বারা পরিচালিত হয়। তিন বছর আগে জ্বালানি সংকটের সময় আমরা দেখেছি, অনেক দেশের বাজারে কয়লার দাম তিনগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল, যা ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মতো কয়লা আমদানিকারক দেশগুলির উপর উল্লেখযোগ্য চাপ সৃষ্টি করেছিল।

একাধিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে সৌর, বায়ুর মতো নবায়নযোগ্য শক্তি নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সবচেয়ে সস্তা এবং বহুল ব্যবহৃত উৎস হয়ে উঠতে চলেছে। ২০২৪ সালে নির্মিত ৯০ শতাংশেরও বেশি নতুন নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ প্রকল্প, নতুন স্থাপিত যেকোনো কয়লা বা গ্যাস প্ল্যান্টের তুলনায় বেশি সাশ্রয়ী। সৌরশক্তি এবং বায়ুশক্তিতে এশিয়ার অপার সম্ভাবনার কারণে, নবায়নযোগ্য শক্তি এবং সঞ্চয়স্থান দিয়ে কয়লা প্রতিস্থাপনের জন্য প্রায়শই দুই থেকে তিনগুণ বেশি স্থাপিত ক্ষমতার প্রয়োজন হয়, তবে এটি পরিচ্ছন্ন শক্তির প্রাচুর্যকে প্রতিফলিত করে। সৌর এবং বায়ুশক্তি উৎপাদন খরচ কমাতে থাকায় এবং স্টোরেজ প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে, এই রূপান্তর কেবল নির্ভরযোগ্য এবং স্থিতিস্থাপক শক্তিই নয়, বরং এই অঞ্চলের ভবিষ্যত বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সবচেয়ে সাশ্রয়ী মূল্যের পথগুলির মধ্যে একটিও প্রদান করবে। নবায়নযোগ্য শক্তির রেকর্ড-ব্রেকিং বৃদ্ধি এই মিথকে উন্মোচিত করেছে যে, গ্যাস হল কয়লা থেকে বেরনোর জন্য প্রয়োজনীয় একটি "ট্রানজিশন জ্বালানি"। গ্যাসের আর প্রয়োজন নেই, কারণ নবায়নযোগ্য জ্বালানি, বিশেষ করে সৌর এবং বায়ু, উন্নত ব্যাটারি স্টোরেজের সাথে যুক্ত, ক্ষতিকারক নির্গমন বা গ্যাসের মূল্যের অস্থিরতা ছাড়াই সাশ্রয়ী মূল্যে এবং নির্ভরযোগ্যভাবে শক্তির চাহিদা মেটাতে পারে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি এখন খরচ, পরিবেশগত প্রভাব এবং দীর্ঘমেয়াদী জ্বালানি নিরাপত্তার দিক থেকে গ্যাসকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। সমগ্র এশিয়ায় একটি দ্রুত এবং ন্যায়সঙ্গত জ্বালানি রূপান্তর সম্ভব। তবে পর্যাপ্ত অর্থায়ন থাকতে হবে। বৈশ্বিক দক্ষিণের অনেক দেশেরই নবায়নযোগ্য প্রযুক্তি গ্রহণ, স্থিতিস্থাপক অবকাঠামো তৈরি এবং কয়লা থেকে রুপান্তরের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক এবং সম্প্রদায়কে সহায়তা করার জন্য আর্থিক ক্ষমতার অভাব রয়েছে। বিশ্বের ৮.৪ মিলিয়ন কয়লা শ্রমিকের ৮০ শতাংশেরও বেশি এশিয়ায় রয়েছে, যা এই অঞ্চলটিকে বিশ্বব্যাপী ন্যায়সঙ্গত কয়লা রূপান্তরের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছে।

গ্লোবাল সাউথের জ্বালানি রূপান্তরের জন্য অর্থায়নের একটি বিশাল অংশ তাদের

জলবায়ু অর্থায়নের বাধ্যবাধকতার অংশ হিসাবে বৈশ্বিক উত্তরের দেশগুলি থেকে আসা উচিত। এবং জলবায়ু অর্থায়ন জনসাধারণের উপর নতুন করে ঋণ-সৃষ্টিকারী বোঝা হওয়া উচিত নয়। যদিও বিভিন্ন ধরণের অর্থায়নের প্রয়োজন, তবুও জনসাধারণের অর্থায়নের দাবিকে মূলে রেখেই এই পরিবর্তনের নেতৃত্ব দিতে হবে যাতে এটি দ্রুত এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে সম্পন্ন হয়। বিশ্বের ধনী দেশগুলি জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক দায়িত্ব বহন করতেই পারে এবং এই পরিবর্তনকে সক্ষম করার জন্য তাদের আর্থিক সামর্থ্য রয়েছে।

৯ই সেপ্টেম্বরের জমায়েতে, বাংলাদেশের, 'ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ' শ্যামলী পার্কে "সুন্দরবনের ইলিশ ও লবণ বাঁচাও" উদ্যোগ এবং রামপাল, বরিশাল, পাটুখুয়ালী, মাতারবাড়ি এবং বাঁশখালী অঞ্চলে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভের নেতৃত্ব দিয়েছে। সহ-আয়োজকদের মধ্যে ছিল ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (DHORA), 350org, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন, ব্রাইটার্স, সেন্টার ফর

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুরে কারিগর, অভিকর শিল্পীদের বিক্ষোভ

অ্যাটমোস্ফিয়ারিক পলিউশন অ্যান্ড স্টাডিজ (CAPS), সেন্টার ফর পার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (CPRD), ক্লাইমেট ফ্রন্টিয়ার, এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভস (ERDA), ইক্যুইটি বিডি, গ্লোবাল ল থিঙ্কার্স সোসাইটি (GLTS), খাসি স্টুডেন্ট ইউনিয়ন, মিশন গ্রিন বাংলাদেশ, OAB ফাউন্ডেশন, রিভার বাংলা, রিভারাইন পিপল, শোচেটন ফাউন্ডেশন, সুন্দরবন ও

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া বিক্ষোভ

উপকুল সুরক্ষা আন্দোলন, ইয়ং ক্লাইমেট অ্যাকশন নেটওয়ার্ক (YOUCAN), এবং ইয়ুথ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (YEDO)।

ভারতে, ন্যাশেনাল হকার ফেডারেশন রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ এবং মহারাষ্ট্রে ৫০ টিরও বেশি জায়গায় আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। অন্ধ্রপ্রদেশের আল্লুরি সীতারাম রাজু জেলায় কয়লা-প্রভাবিত সম্প্রদায়ের সমাবেশের নেতৃত্ব দিয়েছে mm&P (খনি, খনিজ ও মানুষ)। ছত্তিশগড়ে নদী ঘাটি মোর্চা কয়লা প্রকল্প দ্বারা প্রভাবিত আদিবাসী সম্প্রদায়ের সদস্যদের সাথে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন এবং কয়লা ব্যবহার বন্ধের দাবি জানিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের দুই দিনাজপুর জেলায় এই বিক্ষোভের নেতৃত্ব দিয়েছেন বঙ্গীয় পারম্পরিক কারু ও বস্ত্রশিল্পী সঙ্ঘের কারিগরেরা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানগঞ্জ, উপনিবেশ- বিরোধী চর্চা, কর্পোরেট- বিরোধী চর্চার সদস্য শিক্ষার্থীরা এই বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেছেন।

করাচিতে, পাকিস্তান ফিশারফোক ফোরাম সম্প্রদায়ের নেতা, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এবং মহিলা কর্মীদের একটি সমাবেশ কয়লা উৎপাদন বন্ধের আহ্বান জানায়। পাঞ্জাব প্রদেশে, পাকিস্তান কিসান রাবিতা কমিটি, সাহিওয়াল কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পের সামনে একটি সংবাদ সম্মেলন এবং বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেয়। এটি একটি ১,৩২০ মেগাওয়াট আমদানি করা কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

ফিলিপিন্সের ম্যানিলায়, ফিলিপাইন মুভমেন্ট ফর ক্লাইমেট জাস্টিস (পিএমসিজে) বনিফাসিও শ্রাইন হিরোস পার্ক থেকে মালাকানাং প্রাসাদের কাছে মেন্ডিওলা স্ট্রিট পর্যন্ত একটি মিছিলের নেতৃত্ব দেয় যেখানে তারা সারা দেশে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ

শহরে মাসপোস্টারিং

করার জন্য বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। সেখানকার ছয়টি প্রদেশে - জাম্বালেস, কুইজন (আতিমোনান এবং মাউবানে), বাটান, বাটাঙ্গাস, সেবু (টোলেডো) এবং মিসামিস ওরিয়েন্টাল - কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পের সামনে ছোট ছোট প্রতিবাদ কর্মসূচিও অনুষ্ঠিত হয়।

থাইল্যান্ডে, চাচোয়েংসাও প্রদেশে নতুন এলএনজি বিদ্যুৎ কেন্দ্র না করার দাবিতে এবং প্রাচিনবুরি প্রদেশে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র অবিলম্বে বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়েছে। শ্রীলঙ্কায়, সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল জাস্টিস (CEJ) ক্যান্ডিতে একটি বিক্ষোভের নেতৃত্ব দিয়েছে।

নেপালে, এশিয়ান পিপলস মুভমেন্ট অন ডেবট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-নেপালের

সদস্যরা, এই আন্দোলনের সাথে সংহতি প্রকাশের জন্য একটি সমাবেশের আয়োজন করেছে।

কয়লার টিকে থাকার মূল চাবিকাঠি হলো নবায়নযোগ্য জ্বালানির দিকে দ্রুত ঝুঁকতে না পারা। ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট জ্বালানি সংকট কয়লা ও গ্যাসের ক্রয়-বিক্রয়ের উন্মাদনা তৈরি করে, যার ফলে দাম রেকর্ড পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এশীয় দেশগুলি জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধি করে। কিছু ইউরোপীয় দেশ কয়লা-চালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলিকে আবার চালু করেছে অথবা কয়লা-চালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলিতে উৎপাদনের সীমা সরিয়ে দিয়েছে।

এশিয়া, কয়লা পুনরুত্থান এবং জীবাশ্ম গ্যাস সম্প্রসারণের কেন্দ্রস্থল। চীন, ভারত এবং ইন্দোনেশিয়া ইতিমধ্যেই বিশ্বের কয়লা উৎপাদনের ৭০% এরও বেশি অবদান রাখে। ভারত এবং চীন, যারা নবায়নযোগ্য বিদ্যুতে পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করেছে, অথচ তারা উল্লেখযোগ্যভাবে আরও বেশি কয়লা ব্যবহার করছে এবং আগামী বছরগুলিতে তাদের কয়লার ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে প্রস্তুত রয়েছে।
বিশ্বের শীর্ষ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি, মূলত এশিয়ায় নতুন কয়লার জন্য বিশ্বব্যাপী তহবিল প্রবাহের জন্য দায়ী। এই ব্যাংকগুলির সদর দপ্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং যুক্তরাজ্যের মতো ধনী দেশগুলিতে অবস্থিত যারা বছরের পর বছর ধরে তাদের দেশে একটিও নতুন কয়লা কেন্দ্র নির্মাণ করেনি। একই সময়ে, প্রধান এশিয়ান ব্যাংকগুলি এখন এই অঞ্চলে কয়লা সম্প্রসারণে ক্রমবর্ধমান ভূমিকা পালন করছে।
গ্যাস নির্মাণের জন্য অর্থ প্রবাহের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। জাপানের মেগাব্যাঙ্ক এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, জাপান ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন (JBIC) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গ্যাস সম্প্রসারণের বিশ্বের বৃহত্তম অর্থায়নকারীদের নেতৃত্ব দেয়। বিশ্বব্যাপী গ্যাস-চালিত বিদ্যুতের 60% এরও বেশি এশিয়ায় অবস্থিত। সরকারগুলি কয়লা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণের জন্য গ্যাস উৎপাদনের চেষ্টা করছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বর্তমান গ্যাস সম্প্রসারণ পরিকল্পনার ফলে গ্যাস-ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দ্বিগুণ এবং এলএনজি আমদানি ক্ষমতা ৮০% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি এই অঞ্চলকে অর্থনৈতিকভাবে অস্থির এলাকায় পরিণত করবে, যা মানুষজন এবং জলবায়ুর জন্য বিপজ্জনক।

গ্যাস বিদ্যুতের পরিকল্পিত সম্প্রসারণের পাশাপাশি, কয়লার পুনরুত্থান জলবায়ু

লক্ষ্যগুলির জন্য ব্যাপকভাবে ক্ষতিকারক হবে। এটি পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিতে রূপান্তর থেকে বিনিয়োগকেও দূরে সরিয়ে দেয়। এশিয়ায় কয়লা এবং গ্যাস সাশ্রয়ী মূল্যের, নির্ভরযোগ্য, টেকসই বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে না। আমাদের কয়লাকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে হবে - গ্যাসের মতো নোংরা, অদক্ষ জ্বালানি উৎস দিয়ে নয়।

খানিক স্বস্তির খবর এই যে, গত ৭ই অক্টোবর, থিঙ্ক ট্যাঙ্ক এম্বারের একটি প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ২০২৫ সালের প্রথমার্ধে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস থেকে বিশ্বব্যাপী, কয়লার চেয়ে বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে। বৈশ্বিক জলবায়ু লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য বেশিরভাগ বিজ্ঞানীর মতে কয়লা বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ করা, যা গ্যাস উৎপাদনের প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত করে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এম্বার রিপোর্ট বলছে, বায়ু ও সৌরশক্তির মতো নবায়নযোগ্য জ্বালানি, এবছরের জানুয়ারি থেকে জুনের মধ্যে বিশ্বব্যাপী ৫,০৭২ টেরাওয়াট প্রতি ঘন্টা (TWh) বিদ্যুৎ সরবরাহ করেছে, যা কয়লার ৪,৮৯৬ TWh কে ছাড়িয়ে গেছে। বৃহৎ জনসংখ্যার দেশ হিসাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানির দিকে ঝুঁকতে মূলত চীন ও ভারতকেই দেখা যাচ্ছে। এম্বার রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিশ্বের বৃহত্তম বিদ্যুৎ গ্রাহক চীন জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদন ২% কমিয়েছে, যেখানে সৌর ও বায়ু উৎপাদন যথাক্রমে ৪৩% এবং ১৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে একই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন উভয় দেশেই জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, কারণ চাহিদা বৃদ্ধি এবং দুর্বল বায়ু ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, তাদের কয়লা ও গ্যাসের উপর আরও বেশি নির্ভরশীল হতে বাধ্য করছে। প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কয়লা উৎপাদন ১৭% বৃদ্ধি পেয়েছে, গ্যাস উৎপাদন ৩.৯% হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে ইউরোপে গ্যাস-ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৪% এবং কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ১.১% বৃদ্ধি পেয়েছে। উদ্বেগের বিষয় এই যে, জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে 'সংশয়ী' মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই বছরের শুরুতে কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন এবং গত মাসে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য সহায়তার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন।

ফারসি ভাষায় গঞ্জ অর্থে সম্পদ। মুঘল আমলে খেলা - গঞ্জ; আওরঙ্গজেবের ব্যবসায়ী জাহাজের নাম গঞ্জ কি সওয়ারি। আমরা ছোটলোকের রাজনীতি করারা, পুঁজি বাদ দিয়ে বিকেন্দ্রিভূত উৎপাদন ব্যবস্থা চালানো মুখমণ্ডলহীনেরা, জ্ঞানকেই সম্পদ মানি। সেই জ্ঞান সূত্রে অর্জন করা দক্ষতাই আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তি, যাপনের ভিত্তি। যে জ্ঞান, যে দক্ষতা চর্মচক্ষে অদৃশ্য, ত্বকে মোড়া হাতে অবাঙমানসগোচর, সেই জ্ঞান আমাদের আরাধ্য; আমরা প্রতিষ্ঠানের বাইরে থাকারা, আমাদের একক কারখানায় উৎপাদনই জ্ঞান আর দক্ষতা অধ্যয়ন, ফি বাজারে হাটে নিয়মিত ক্রেতার সামনে পরীক্ষা দিই, প্রতি পরীক্ষার ফল নিজেই তুল্য করে নিজেকে আরও একটু জ্ঞানী, দক্ষ করে কারখানা আর তার পরিবেশ, কাজের পদ্ধতিকে আরও কিছুটা পরিবর্তন করে আবার বাজারে, সমাজের সামনে পরীক্ষা দিতে যাই, জ্ঞান অর্জন করি আলাপের মাধ্যমে - কারিগর-হকার-চাষীর এ এক অনন্ত সামাজিক শিক্ষা চক্র - জ্ঞানগঞ্জ। জ্ঞানগঞ্জই কারিগর-হকার-চাষী উৎপাদন ব্যবস্থার অক্ষদণ্ড, সে জ্ঞান বুকে, মাথায় জায়মান। আমরাই তারই বাহক।

জ্ঞানগঞ্জ, উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা বৌদ্ধিক জ্ঞানচর্চার আকাশ কুসুম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে চায় নি, চেয়েছে চরম বিতর্কিত, প্রায় অনালোচিত বিষয় - উপনিবেশের হাতে তৈরি মুসলমান বিদ্বেষ, বাংলা সাহিত্যে বা সিনেমায় কতটা নগ্ন, সে তথ্য বুঝতে; প্রায় অনালোচ্য ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়িয়ে আলোচনার স্ফুলিঙ্গ তৈরি করতে; উপনিবেশের প্রায় অজানা মুঘল জেন্ডার ফ্লুইডিটি তুলে ধরে জ্ঞানচর্চায় উপনিবেশিক স্থিতিশীলতা ভাঙতে; হকার কারিগর চাষীদের পরিকল্পনায় দেশজ উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনায় নিজেদের জড়িয়ে নিতে; উপনিবেশ বিরোধী চর্চায় পূর্ব অভিজ্ঞতা ভিত্তিতে আমাদের কী করা উচিত নয় এবং কী করা উচিত সে আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছি আদিত্য নিগমের সঙ্গে; খুনি গণহত্যাকারী লুঠেরা ব্রিটিশ উপনিবেশিক রাষ্ট্রনির্মাণ আর তার স্থিতিশীলতা এবং প্যাক্স ব্রিটানিকা প্রকল্পে আর্যতত্ত্ব আর ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা কি ছিল বুঝতে চেয়েছে; দেখেতে চেয়েছে কিভাবে হোয়াটসেপ বাহন হয় মিথ-মিথ্যের পাঠক্রমের; একই সঙ্গে দেখতে চেয়েছে কিভাবে বাঙালি প্রখ্যাতরা বাংলায় দাঁড়িয়ে হিটলারের দোসর হয়; একই সঙ্গে বুঝতে চেয়েছে বাংলার নৌকোকে; উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্প বোঝার সম্মেলনের প্রতিবেদনও প্রকাশ করেছে; মণিপুরের বর্তমান আর সামগ্রিকভাবে উত্তর-পূর্বের ইসুগুলো বুঝতে চেষ্টা করেছে সাংবাদিক সুবীর ভৌমিকের বয়ানে; বোঝার চেষ্টা করছে উপনিবেশিক হিন্দু আইন নির্মাণে, সামাজিক আচারের ও শাস্ত্রীয় লিখন-ঐতিহ্যের প্রভাবে প্রায়োগিক দ্বৈততার আগমনের উপর ভিত্তি করে নীতিকাঠামো নির্মাণের দিকচিহ্নগুলি, উপনিবেশের নয়া গার্হস্থ্য নির্মাণের প্রণালী তৈরি হয়ে পলাশীর তিন দশকেই বঙ্গ মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার হরণ ক্রিয়া সমাপ্ত হয়; বর্তমান শাসকের সংখ্যালঘুর দানের সম্পত্তিতে হাত বাড়াবার আইনের বিরুদ্ধাচারণ এবং মুর্শিদাবাদ হিংসা সমীক্ষা, করেছি লুঠেরা ক্যাপিট্যালোসিন যুগে স্বেচ্ছাব্রতী সংগঠন অক্সফ্যামের বিশ্ব-অসাম্য সমীক্ষার তথ্যাবলী নিয়ে জ্ঞানগঞ্জের টীকা; আলোচনা করেছি উপনিবেশপূর্ব সময়ের অসামান্য ব্যতিক্রমী বাংলা সাহিত্যচর্চা এবং নারী সুফি জীবন; ফিলিস্তিনে ইজরায়েলের দখলদারিত্বে গণহত্যাজাত কর্পোরেটের বিপুল লাভ প্রকল্পের মুখোশ খোলা, দুর্গাপুরে গরু ব্যবসায়ীদের উপর বিজেপি যুব মোর্চার তাণ্ডব নিয়ে তথ্যানুসন্ধানী সমীক্ষা, বহু রামায়ণ বিষয়ক সমীক্ষা উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্পের দ্বিতীয় সম্মেলন সমীক্ষা, বাংলার হাট এবং চলতি পুথি কথামৃত বিষয়ে আলাপ - কিভাবে আজকের যুবা কথামৃত বুঝছে।

১। টডের তরবারি
২। জি-২০ ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদ
৩। আপাতত বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে
৪। হকার চাষী কারিগর ব্যবস্থা
৫। পলাশী থেকে প্যালেস্টাইন
৬। পুথি মুঘল আমলে খোজা - উপনিবেশপূর্ব সময়ের রাষ্ট্র-সমাজে জেন্ডার ফ্লুইডিটি
৭। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না)' - আদিত্য নিগমের সঙ্গে আলাপচারিতা
৮। হেথা আর্য, হেথা অনার্য: উপনিবেশ দখলে আর্যতত্ত্বের ভূমিকা ও ভদ্রবিত্ত ব্রাহ্মসমাজ
৯। হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয় - মিথ ও মিথ্যার পাঠক্রম
১০। নাজি নাগপাশে ভদ্রবিত্ত
১১। বালথাজার সলভিনসের বাঙলার নৌকো
১২। 'দেশ লুণ্ঠিত হইয়াছে' উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্পের প্রথম সম্মেলন ২, ৩, ৪ মে, ২০২৪ সমীক্ষা
১৩। অনন্ত লুঠের বাখান
১৪। হিরণ্য একাত্তর
১৫। কেমন আছ মণিপুর
১৬। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না) - নন্দিনী ভট্টাচার্য পাণ্ডার সাক্ষাৎকার
১৭। কৃষি পরাশর
১৮। প্রাক-ঔপনিবেশিক অধরা বাংলা গদ্য
১৯। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না)' অমিয়কুমার বাগচীর সাক্ষাৎকার
২০। গঙ্গার ভাঙন গঙ্গার চর
২১। নাস্তিকের কুম্ভ জিজ্ঞাসা
২২। রংপুর ধিং - জাগো বাহে কোনঠে সবায়
২৩। ছাত্রশাসনতন্ত্র
২৪। ভদ্রবিত্তের আওরঙ্গজেবফোবিয়া ও মারাঠি হিন্দুরাষ্ট্রদর্শনের খোঁজে
২৫। ওয়াকফ আন্দোলন থেকে মুর্শিদাবাদ হিংসা: ফ্যাসিবাদী ইসলামোফোবিয়ার দুষ্টচক্র
২৬। কর্পোরেট আর বড়লোকের ঘাড়ে ট্যাক্স চাপাও
২৭। নারীর সুরতনামা কয়েকটি ছিন্নপত্র
২৮। দখলদারিত্বের অর্থনীতি থেকে গণহত্যার অর্থনীতি পর্যন্ত
২৯। দুর্গাপুরে গরু ব্যবসায়ীদের উপর বিজেপি যুব মোর্চার তাণ্ডব
৩০। দেশ লুণ্ঠিত হইয়াছে - উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্পের দ্বিতীয় সম্মেলন সমীক্ষা
৩১। বাঙলার হাট: একটি সাম্যবাদী পরম্পরা
৩২। 'কথামৃত' আনকাট এবং... 'কি করিতে হইবে (না) - আদিদেবের সঙ্গে আলাপচারিতা
৩৩। বনজঙ্গল গাছপালা
৩৪। আর নয় অঙ্গার - আদানির কয়লা সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে একটি বিকেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক প্রস্তাবনা

জ্ঞানগঞ্জ তত্ত্ব
জ্ঞানগঞ্জ প্রকাশনা
জ্ঞানগঞ্জ